দৈনিক ইনকিলাব

092

তারিখ 07 APR 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম 3 ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছুটি

আমাদের দেশে সরকারী, বেসরকারী তথা সর্বস্তরের কর্মচারীদের জন্য সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় এবং মওসুম ভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের ছুটির ব্যবস্থা রয়েছে। সে হিসেবে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকরা সাপ্তাহিক ছুটি ব্যতীত বছরে ৭৫ দিন ছুটি ভোগ করে থাকেন। এর মধ্যে রমজান মাসের দীর্ঘ ছুটি ছাড়াও আরো কয়েকটি বড় রকমের ছুটি আছে। যেমনঃ গ্রীষ্মবকাশ, ঈদুল আজহা, দুর্গাপূজা এবং শীতকালীন ছুটি। এই ছুটিগুলোর প্রত্যেকটিই অন্ততঃ সাত দিনের কম হয় না।

এই ছুটিগুলো আমরা এমন এক সময় ভোগ করে থাকি, যখন প্রাকৃতিক কোন দুর্যোগ থাকে না এবং পঠদানও গ্রহণে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি হয় না। যেমনঃ গ্রীষ্মবকাশ— তখন যদিও গরম কাল হিসেবে গরম বেশী পড়ে, তথাপিও ছাত্র-শিক্ষক সবাই অনায়াসে বিদ্যালয়ে আসতে পারে। ঠিক সে রকম ঈদুল আজহা এবং দুর্গাপূজাও। আর শীত মওসুমে তো বিদ্যালয় গৃহের যত সমস্যাই থাকুক না কেন, তাতে কোন অসুবিধাই হয় না। মাঠে বসেও পাঠদান গ্রহণ করা চলে।

অথচ, আমাদের দেশে বর্ষা মওসুমের যে একটি বিরাট প্রভাব রয়েছে এটা আমরা কেউই অস্বীকার করতে পারি না। যখন বর্ষা আরম্ভ হয়, তখন রাস্তা-ঘাটের অসুবিধার দরুন ছাত্র-শিক্ষক কারো বিদ্যালয়ে আসার পরিবেশ থাকে না। শিক্ষকবৃন্দ কর্তব্যের তাগিদে যথা সময়ে বা বিলম্বে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হলেও, শিশুরা আসতেই পারে না। ওপরের শ্রেণীর শিশুরা শ্রেণীওয়ারী যে ২/১ জন আসে, তাদের পাঠদান করা যায় না। কারণ একদিকে উপস্থিত অত্যন্ত নগণ্য, অপর দিকে এই ভিজে কাপড়-চোপড়ে তাদের কতক্ষণই বা রাখা যায়।

এমতাবস্থায় আমরা দেখতে পাই যে, নিয়মিত বিদ্যালয় খোলা থাকলেও বর্ষাজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগবশতঃ বন্যা কবলিত এলাকায় দীর্ঘদিন যাবৎ বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন অনিচ্ছাকৃতভাবে বন্ধ থাকে। তাছাড়া অনেক বিদ্যালয় আছে যেখানে বর্ষা মওসুমে পাঠদানও গ্রহণের পরিবেশই থাকে না। কাজেই, এমতাবস্থায় বিশেষজ্ঞদের বিবেচনা সাপেক্ষে আমি একটি প্রস্তাব রাখতে চাই।

রমজান মাস ছাড়া আমাদের আরো চারটি বড় ধরনের ছুটি আছে এবং যার প্রতিটি অন্ততঃ সাত দিনের কম হয় না। সে হিসেবে ৭×৪=২৮ দিন। যেহেতু ঈদুল আজহা ও দুর্গাপূজা ধর্মীয় ছুটি সেহেতু সে ছুটি একে বারে বিলোপ করা যায় না। বরং সে ছুটি থেকে তিন দিন করে ছুটি কমিয়ে নিলে ৩×২= ৬ দিন পাওয়া যাবে। আর গ্রীষ্মবকাশ ও শীত কালীন ছুটিকে পুরোপুরি অথবা অর্ধেক বিলোপ করে ঐ ৬ দিনের সাথে যোগ করলে যথাক্রমে ১৪×৬= ২০ দিন অথবা ৭×৬= ১৩ দিন পাওয়া যাবে।

এই ২০ অথবা ১৩ দিন ছুটি বর্ষা মওসুমের প্রবল বর্ষণ ও বন্যা কবলিত এলাকার জন্য সংরক্ষিত থাকবে। যখন প্রবল বর্ষণ শুরু হবে অথবা কোথাও প্লাবন হবে, তখন এই ছুটি কার্যকর হবে। হয়ত কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, প্রবল বর্ষণ ও প্লাবন কোন তারিখে আরম্ভ হবে তা পূর্ব থেকে জানা সম্ভব কি? তবে তা সম্ভব না হলেও এ ব্যাপারে আমাদের সবাইর একটা মোটা-মুটি ধারণা আছে। আর সঠিক করে বলা সম্ভব নয় বলেইতো এই ছুটি সংরক্ষিত থাকবে এবং সেটা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করবেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাবৃন্দ। যখন যেখানে প্রয়োজন দেখা দেবে তখন তাঁরা এই ছুটি ঘোষণা করবেন তাৎক্ষণিকভাবে। এতেকরে বর্ষা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত সময়ের এই অনিচ্ছাকৃত অপচয় থেকে শিশুদেরকে আমরা কিছুটা রক্ষা করতে পারব। আশা করি বিষয়টির প্রতি কর্তৃপক্ষ যথাযত গুরুত্ব প্রদান করবেন।

—হাফেজ আবদুল হাই